Subharambh
An Unique Blend of Home Decor
From the house of - New Annapurna Paints
Mob:- (+91) -9831181831
We deal with Interior, Exterior, Textures & Entire Range of Interior Decorations.

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

শুভেচ্ছা

সকল পাঠক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপনদাতাকে আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা
সকলে ভাল থাকুন ও কোভিড বিধি মেনে চলুন।

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ৫ কার্ত্তিক – ১১ কার্ত্তিক, ১৪২৮ ঃ ২৩ অক্টোবর – ২৯ অক্টোবর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 1, 23 OCTOBER - 29 OCTOBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : চারদিনের আনন্দ উৎসব শেষে এবারের মতো বিদায় নিলেন মা

দুর্গা। সিঁদুর খেলা, কোলাকুলি, শুভেচ্ছা বিনিময়ে জলে ভাসলেন উমা। পাড়ি দিলেন কৈলাসে। বাংলার মেয়ের এই বিদায়ের দিনেও মহামারির আশঙ্কা নতুন করে দেখা দিল কয়েকদিনের ভিড়-ভাট্টার অবিমৃশ্যকারিতায়।

রবিবার : ফের মামলার কাঁটা উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগে। ২০১৬ সালের

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আদালতের রায়ে খারিজ হয়ে যায় অনিয়মের অভিযোগে। এ বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করার সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত। সে সীমা পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ হয়নি। নতুন নামের তালিকা বেরোতেই ফের হল মামলা।

সোমবার : উৎসবেও রক্ষা নেই, সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে হু হু

করে বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। পেট্রল ছাড়িয়েছে ১০৬ টাকা, ডিজেল ৯৭ টাকা পেরিয়েছে। তবুও হেলদোল নেই কারোরই। মাঠ ঘাটে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সব উধাও। জিএসটি প্রস্তাব ভেস্তে দিয়ে দু সরকারই করের অর্থ কামাতে ব্যস্ত।

মঙ্গলবার : মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-সামশেরগঞ্জে ফের শুরু হয়েছে ভয়াবহ

গঙ্গা ভাঙন। লালপুরে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে গোটা ১০টি বাড়ি। ধানখড়া, শিবপুর, হিরানন্দপুর, শিরদারপুরে ভাঙনে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি, বেশ কিছু বাড়ি জলে তলিয়ে গিয়েছে। অথচ রাজনৈতিক নেতারা নিরুদ্দেশ।

বুধবার : শুরু হয়েছে জঙ্গি পর্ব। বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক

হামলার সঙ্গে কাশ্মীরেও শুরু হয়েছে একের পর এক জঙ্গি আক্রমণ। টার্গেট হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর ছাড়তে শুরু করেছে পরিযায়ী শ্রমিকের দল। অবশ্য ভূস্বর্গে জঙ্গি মোকাবিলায় বৈঠক করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার : বন্যা বিধ্বস্ত হিমাচল-উত্তরাখণ্ডে চলছে বর্ষণ সঙ্গে

ধ্বসে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক রাস্তা। আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক যাদের মধ্যে রয়েছেন বাঙালিরা। ইতিমধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নেমেছে উদ্ধার কাজে। সঙ্গে দুর্যোগের মধ্যে উত্তরবঙ্গও।

শুক্রবার : শারদ উৎসবের প্রথমপর্ব পার হতেই রাজ্যে তথা দেশে বেড়ে চলেছে

করোনার সংক্রমণ। মৃত্যুও দুঅঙ্ক থেকে কিছুতেই নামছে না। ফলে ফের আতঙ্ক গ্রাস করছে দেশবাসীকে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এভাবে চললে কি অদূর ভবিষ্যতে স্কুল কলেজ খুলবে?

সবজান্তা খবরওয়ালা

গুনতে হচ্ছে ভুলের মাশুল

ওঁকার মিত্র : ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্য রাত্রে ব্রিটিশ ভারত উপনিবেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সাধারণ ভারতবাসীর জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতিকে আহুতি দিয়ে দেশভাগের মহাযজ্ঞ যাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন সেই দেশি-বিদেশি কুচক্রী রাজনীতিকরা আজ হয়তো কেউ এই পার্থিব জগতে নেই কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে নিশ্চয়ই তাঁরা হাসেন তাঁদের সেই মহাযজ্ঞের ফলাফল দেখে। ধর্মের নামে ভাগ হয়ে যাওয়া বৃহত্তর ভারত ভূখণ্ডের একই অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে বৈরিতা বজায় রেখে চলেছে সেই পরম্পরা দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁদের দূরদৃষ্টির তারিফ করেন। মাঝে মধ্যেই খলখল করে হেসে ওঠেন রক্তাক্ত কাশ্মীরের হানাহানি দেখে। এইসব আত্মাদের হাসি এবার অট্টহাসিতে পর্যবসিত হল বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলি দেখে। তাঁরা তৃপ্ত হলেন এই ভেবে, যে বাংলাদেশকে অনেক চেষ্টা করে ধর্মসহিষ্ণুতার মুখ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছিল সেও আজ ধর্মের নামে হানাহানিতে লিপ্ত।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে এক নতুন রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়েছে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর খেলা। দেশভাগের আগে যারা ছিল সংখ্যাগুরু তারা রাতারাতি দেশের একটা খণ্ডে সংখ্যালঘু হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় তলিয়ে গেল। আর যারা এতদিন ছিল সংখ্যালঘু তারা এক পলকে ভূখণ্ড পেরিয়ে বসে পড়ল সংখ্যাগুরুর আসনে। আর ধর্ম-জাতি যেখানে ভাগের ভিত্তি সেখানে হানাহানি দাঙ্গা হয়ে উঠল অবশ্যম্ভাবি। আর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশের ধামাধারী দেশীয় শাসকরা এক নতুন রাজনীতির পরম্পরা গড়ে তুললেন যার নাম 'তোষণ'। উদ্দেশ্য একটাই

সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে কোনোদিন যেন বৈরিতা না ঘোচে, দূরত্ব না কমে। সময়ের ব্যবধানে এ বৈরিতা চরম আকার নিলে পুলিশ-মিলিটারি নামে ঠাণ্ডাড়ে বাহিনী তো আছে। লাঠি-গুলির ঘায়ে নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা কোথায়!

সত্যি কি লাঠি-গুলি দিয়ে ধর্মান্ধতাকে নিঃশেষ করা সম্ভব? একে অপরের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস না জন্মালে এ দ্বন্দ্ব কি কোনওদিন মিটবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এক একটি ধর্মমতকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর এক একটি পথ হিসাবে। শুধু আচার বিচারে তফাত। তিনি বলেছিলেন 'যত মত তত পথ'। স্বামী বিবেকানন্দ সব ধর্মের সম্মেলনে একটি জাতি গড়তে চেয়েছিলেন আচার-আচরণ, জাত-পাত সরিয়ে রেখে যে জাতির একমাত্র লক্ষ্য হবে কর্মের দ্বারা মানুষের কল্যাণ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ধর্ম-জাত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিলিয়ে গিয়েছেন কৃষ্ণনাম। এই এক নামের ছাতার তলায় বিশ্বের সকল নারী শক্তির আধার 'মা'। সকল পুরুষ 'ভাই'। এই পৃথিবীর সকলেই অমৃতের পুত্র। শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। এখানে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-শিখ-ইসাই বলে কেউ নেই। কথায় বলে নিজের চেয়ে যখন নিজের ছায়া বড় হয় তখন বুঝতে হবে সূর্য অস্তাচলে। ঠিক তেমন যখন ঈশ্বর প্রদত্ত মনুষ্যত্বের চেয়ে মানুষের তৈরি ধর্মের ছায়া বড় হয় তখন নিশ্চিত মনুষ্যত্বের অস্ত যেতে বেশি বাকি নেই।

কিন্তু রাজনীতিকদের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে মানুষকে এসব বোঝাবে কে? কে বলবে অন্য ধর্মের চর্চা কর, তবেই তো নিজের চেনা পথের বাইরে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর অন্য পথের সন্ধান পাবে। মানুষকে এসব শিক্ষা দেবেন বলে পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, মৌলবী, পিরজাদা, পাদ্রী, গ্রন্থী, দিগম্বর, ভিক্ষু বলে নানা ধর্মে যেসব পুণ্যাত্মাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল তাঁরা আজ সব কোথায়? সম্ভবত তাঁরাও এখন নিজ ধর্মের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একটি নির্দিষ্ট পথের আচার-বিচার শেখাতেই তাঁরা ব্যস্ত। মনুষ্যত্বের পাঠ ভুলে তাঁরা মন্ত্র-তন্ত্র, সুরা-আয়াতে মজে গিয়েছেন। এখানেই খুঁজে পেয়েছেন ভোগ-বিলাসের স্বাদ। এভাবেই বেড়ে চলেছে কলিকালের বাহ্যিক আড়ম্বর, পিছনে পড়ে থাকছে মানবতা। এখন উদয়ন পণ্ডিতের মতো সকলকে একজোট করে এইসব পুণ্যাত্মাদের মনুষ্যত্ব, মানবতা ও মানবকল্যাণের মন্ত্র স্থাপন করে মগজ ধোলাই যন্ত্রে পুরে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তবে যদি পৃথিবীতে কিছুটা স্বস্তি ফেরে। তাই, দড়ি ধরে মারো টান, ধর্মান্ধতা হোক খান খান।

প্রশাসনের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে কলকাতা শহরের উত্তর প্রান্তে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গা পুজোয় উচ্চতা বিধি থেকে কোভিড বিধি কিছুই মানা হয়নি। কাঠগড়ায় উঠেছেন এই পুজোর উদ্যোক্তা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী। তিনি আবার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন শহরের অন্যান্য পুজোতেও নাকি উচ্চতা বিধি মানা হয়নি। এই কথা বলে তিনি কাদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তা বোঝা গেলেও যেহেতু পুজোয় দমকলের অনুমতি নিতে হয় তাই দমকল মন্ত্রী হিসাবে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করার মতো নয়। সব মিলিয়ে যা দাঁড়ালো তা হল রাজ্যের অনেক পুজোতেই সরকারি বিধি নিষেধের তোয়াক্কা করেন নি নেতারা।

আসলে ডান-বাম বলে নয়, সব আমলেই নেতারা আইন লঙ্ঘন

করতে পছন্দ করেন। সরকারি নীতি নিয়ম তাদের উদ্ধত মনোভাবের কাছে চিরকালই পদদলিত হয়ে এসেছে। সত্তর দশকে রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসরে এলাকাবাসীর দুর্ভোগের কথা তুলে ধরার জন্য আলিপুরের তৎকালীন বিধায়কের চেম্বারে ঢুকিয়ে তাঁর চেলারা তাঁরই সামনে আলিপুর বার্তার বার্তা সম্পাদককে বেধড়ক মার মেরে রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে তৎকালীন বাম সাংসদ সংসদে সাংবাদিকের অধিকার ভুলুণ্ঠিত বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত পর্যন্ত করেছিলেন। এরপর তিনের পাতায়

দুর্যোগে-দুর্ভোগে উদ্বেগে দীপাবলী

কল্যাণ রায়চৌধুরী : মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক দুর্গাপুজো মিটতেই বাঙালির দোরগোড়ায় উপস্থিত কালীপুজো ও দীপাবলী উৎসব। এই উৎসবে কলকাতা থাকলেও জেলার প্রাধান্য থাকে অনেকটা। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলার কালীপুজো ধারে-ভারে টেক্কা দেয় কলকাতাকে। তবে চলতি করোনা আপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সীমান্ত বিতর্ক এবারে উত্তর ২৪ পরগনার উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন কিছুটা কমলেও এই জেলা প্রথম থেকেই করোনা সংক্রমণে উপরের দিকে থেকেছে। উৎসবের ঢেউ তাতে ফের ইন্ধন যোগাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে গতবছরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সরিয়ে পুজো কমিটিগুলি তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মানুষ যদি দুর্গাপুজোর মতো কলকাতাকে অনুসরণ করে তবে পরিস্থিতি কোনদিকে যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

করোনার পাশাপাশি অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাকেও বিপর্যস্ত করেছে নিম্নচাপের বর্ষণ। ধান থেকে সবজি সব ক্ষেত্রই জলের তলায়। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফুল চাষেও। কৃষির বিড়ম্বনায় যেমন চাষিরা সর্বশান্ত তেমনই মূল্যবৃদ্ধির দাপটে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এমনিতেই করোনা কেড়ে নিয়েছে রুজি রোজগার, তার উপর আর্থিক দুর্যোগে জেলার খেটে খাওয়া মানুষ কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবে সামিল হবে তাও এক বিরাট প্রশ্ন। তবুও উৎসব আসে দৈনন্দিন দুঃখমোচনের জন্য। সেই নিয়েই আশায় বুক বাঁধছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

এবার উত্তর ২৪ পরগনার উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সীমান্ত বিতর্ক। এই জেলার প্রায় এক হাজার কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেশিরভাগের নেই কাঁটা তারের বেড়া। ফলে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান এই জেলার এক স্থায়ী সমস্যা। যাদের উপর সীমান্ত দেখভালের ভার সেই বিএসএফের সঙ্গে সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদের দ্বন্দ্ব এখানে প্রকট।

এরপর তিনের পাতায়

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই জীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা কলকাতা মহানগরে অতি বিপজ্জনক বাড়ি গুলি ভেঙে দেওয়াতে সদাসতর্ক অথচ বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ডা. অক্ষয় কুমার পাল রোডে মেথরদের বসবাসের জন্য সাউথ সুবাবান ইউনিটের দ্বারা কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব অতি বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে দেওয়াতে ব্যর্থ। এই বিপজ্জনক বাড়িটিতে বিপদের আশঙ্কা উপেক্ষা করে প্রায় ২০০ জন বসবাস করে। ছাদেও দরমা – টিনের চালের ঘর তৈরি করে একাধিক পরিবার বসবাস করছে। কলকাতা পুরসংস্থার তরফে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বিপজ্জনক বাড়ির নোটিস বোর্ড। আর বাড়িটির ছবি তুলতে গেলে ওই বাড়ির আবাসিকরা হয় ক্যামেরাম্যানের থেকে ক্যামেরাটি

কেড়ে নেবে, নয় তো বা দূরদূর করে ওই এলাকা থেকে ক্যামেরাম্যানকে তাড়া করবে। স্থানীয় বরিষ্ঠা পুর কো-অর্ডিনেটর এই বাড়িটির সামগ্রিক বিষয় জ্ঞাত আছেন। কিন্তু ভালো কিছু করে ওঠতে পারেননি। পুর সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই বাড়িটিতে ছ'টি পরিবার বাদে বাকি সকল পরিবার অবৈধভাবে ঘর গুলি বৈধ পরিবারের আত্মীয়স্বজন এমনকী তাদের ভাড়াটেরা দখল করে বসবাস করছেন।

কলকাতা পুর এলাকায় পুরসংস্থার প্রাচীন ও জরাজীর্ণ নিজস্ব বিপজ্জনক বাড়ি ছাড়াও এমন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তিগত বাড়ি আছে শ'খানেকেরও অধিক। কলকাতা মহানগরের কমবেশি খান পঁচিশটি ওয়ার্ডে এই অতি বিপজ্জনক বাড়ি গুলি রয়েছে। এই সংস্কারের অযোগ্য অতি প্রাচীন বিপজ্জনক বাড়ি গুলির পরিস্থিতি এতটাই খারাপ কেবল বর্ষাকাল নয় যে কোনও সময়ে সেগুলি ভেঙে পড়তে পারে। তার তালিকাও কলকাতা পুরসংস্থা বানিয়ে রেখেছে। শেষ বর্ষায় এমন খান ১৭ টি বাড়ি ভেঙে একাধিক মানুষের হত ও আহত হতে হয়েছে। পুরকর্তারা ওই সমস্ত বাড়ির মালিক ও বসবাসকারীদের অসচেতনতাকে এজন্য দায়ী করেছেন। যদিও এ শহরের রাজনৈতিক বিশ্লেষক নাগরিকরা এ বিষয়ে পুরকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিপজ্জনক বাড়িগুলি থেকে আবাসিকদের কেন সরানো যাচ্ছে না?

এরপর তিনের পাতায়

আবর্জনায় পড়ে আছেন রাসবিহারী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে এক অন্য ছবি ধরা পড়ল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর আবক্ষ মূর্তিটি কলকাতার প্রাণকেন্দ্রতে দাঁড়িয়ে রয়েছে জঞ্জালে ভরা এলাকায়। স্বচ্ছ ভারত বা নির্মল বাংলার প্রকল্প খাতায় কলমে চললেও দৃষ্টি পড়ে না এই সব এলাকায়। রাজভবনের একটি দরজার ঠিক উল্টো দিকে এমন অবস্থায় মহান বিপ্লবীর মূর্তির এলাকা দীর্ঘদিন ধরে এমন

রাসবিহারী বসুর মূর্তির তলায় আবর্জনাময় পরিবেশ

হয়ে রয়েছে বলে জানান এলাকার এক ফুটপাতবাসী। তিনি বলেন, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ঝাড়ুদার এখানে আসে না। তালা ভেঙে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে সমাজবিরোধীর দল সেখানেই চলে মদ গাঁজার আসর কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। ২১ অক্টোবরেও একটি ফুল ও মালার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রাসবিহারী বসু। একটু বেলার দিকে হিন্দ সংঘ এবং রাসবিহারী অ্যাভিনিউ স্বামীজী-নেতাজি আইডিয়াল সোসাইটির পক্ষ থেকে ফুল ও মালা অর্পণ করা হয়। দুই সংস্থার সদস্যরাই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন খুব শীঘ্রই প্রশাসন এদিকে নজর দেয়।

সাম্প্রদায়িক সহিংসার পূর্বাপর : সমাধান কোন পথে?

আশরাফুল ইসলাম ঃ গত ১৪ অক্টোবর (২০২১) বাংলাদেশের কুমিল্লায় নতুন মোড়কে পুরনো বিষের বিস্তার ফের দেখতে পেলাম আমরা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতোই এই বিষবাষ্প যেন ছড়িয়ে পড়ছে দেশময়। শারদীয় দুর্গোৎসবের চূড়ান্ত লগ্নে একটি পূজামণ্ডপে

পবিত্র কোরান অবমাননার পরিকল্পিত ঘটনা সংঘটনের বার্তাটি যেন বিদ্যুতচমকে ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লার বহু এলাকায় তথাকথিত প্রতিবাদী জনতার মোড়কে দুষ্কৃতীকারীদের তাণ্ডব চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, গাজীপুরসহ অন্তত ২০টি জেলায় ছড়িয়ে পড়তে একদিনও সময় নেয়নি, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা দেশের বহু জনপদের হিন্দু জনগোষ্ঠীর বছরের অন্যতম উৎসব আনন্দকে বিষাদ ও আতঙ্কের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সরকার ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, আটক হয়েছেন এই বিষবাষ্প ছড়ানোর এক কারিগর'সহ কয়েকজন। যদিও বরাবরের মতোই এখনো পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে এর পরিকল্পনাকারী বা মদতদাতারা। ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার শাসকদল আওয়ামী লিগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দলকেও আমরা আক্রান্ত কিছু জনপদে যেতে দেখছি। মাঠ প্রশাসনের অনুরোধে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ও সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি মোতায়েনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে স্বাধীনতার পূর্বাপর যুগের সঙ্গে এ ঘটনার যে গভীর সাজুয্য অবলীলায় আমরা দেখতে পাবো তা হচ্ছে-খুব সহজেই বিপুল মানুষের সমর্থন এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী পেয়ে যায়। ফলে কর্তাব্যক্তিগণ যতো কথাই বলুন কেন-বাস্তবে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটে। আক্রান্ত মানুষেরা প্রাণ ভয়ে অন্যত্র পাড়ি জমায়, সংখ্যালঘুত্বের পরিসংখ্যান আরও দীর্ঘ হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের নিষ্পেষণের ইতি যখন ঘটতে চলছিল স্বদেশের দামাল

ছেলেদের রক্তাক্ত প্রতিরোধের মুখে, তখন ক্ষমতার নেশায় মত্ত ব্রিটিশের স্তাবকরা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে বেছে নেয় এই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকে। হাজার হাজার বছর ধরে সম্প্রীতির যে ঐতিহ্যিক ধারা বহন করে চলছিল এখানকার অধিবাসীরা, প্রথম তাদের ঐক্যে চিড় ধরাতে সফল হয় এই স্তাবকরা। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপিত হয়েছিল গতকালকের কুমিল্লার ঘটনা তারই নির্ভুল পরম্পরা। পূর্বে যা ছড়াতে সময় লাগতো কয়েক দিন, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে তা এখন কয়েক মিনিট বা ঘন্টার ব্যবধানে পৌঁছেছে-পার্থক্য কেবল এইটুকুই। তাহলে প্রশ্ন জাগবেই-এখনকার রাজনীতিক বা শাসকরা কী তবে সেই পরম্পরাকেই বহন করছেন? এর উত্তর বহুলাংশেই হ্যাঁ'। ক্ষমতায় আরোহন কিংবা তা প্রলম্বিত করতেই গত সাত দশক কেটে গেল এই অঞ্চলের শাসকদের! তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খোদ নিজের দলের বা মতের মানুষদেরকেই তা মানতে প্রস্তুত করতে পারেননি তারা। সে কারণে ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায়ের পরবর্তী যুগে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের আজকের খণ্ডিত পৃথক রাষ্ট্রসমূহে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করেছে। বহু ভাষা, ধর্ম-বর্ণ ও মূল্যবোধের অপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করে যে ভারতবর্ষ বিশ্বে অনন্য এক ভূখণ্ডের মর্যাদা লাভ করেছিল তা আজ শুধুই অতীত। সংবাদপত্রে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে অনেক আশার কথা শোনা গেলেও বাস্তবতা এতোই কঠিন যে, একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই-উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এই অঞ্চলে অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। ১৯৪৬ সালে কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা, নোয়াখালীর চরম বর্বরতার পর দেশভাগকে অনিবার্য করে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাঠামোকেই কেবল কুঠারাঘাত করা হয়নি বহু যুগ ধরে এই হানাহানি যেন চলতে থাকে তারও সুবন্দোবস্ত করা হয়। এবং এর ফলেই সাম্প্রতিককালের নাসিরনগর, রামু কিংবা কুমিল্লার সহিংসা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়। এখানে মুখ্যত মুসলমান, হিন্দু কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বড় অংশকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মুষ্ঠিমেয় কিছু অমানুষ এসবের নেতৃত্ব দেয়, আর তাদের পেছনে থাকে রাজনীতির ধ্বজাধারী শয়তানেরা। সমূলে উপাটন করা গেলেও এই এই দাঙ্গার উপাদানকে রাজনীতির চতুর বেনিয়ারা সযতনে পুষে রাখেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে কীভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠান হওয়া যায়। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই একথা আজ উল্লেখ করতে চাই, নোয়াখালীর দাঙ্গায় অগণিত মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুতির পর একজন এম কে গান্ধীর সেখানে এসে তথাকথিত শান্তির ললিতবাণী প্রচারের মেকি অভিনয় আজ গত সাত দশক ধরে চলা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিপরীতে এক হাস্যকর প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। সেই বর্বরতার সত্যিকারের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি বিধানই ছিল প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, তারা যে ধর্মেরই হোন না কেন। আমরা এবার আমাদের ভাবনাকে শাণিত করবো, সাম্প্রদায়িক এই আগ্রাসন থেকে বৈচিত্রায় সম্প্রীতির ঐতিহাসিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের হৃতগৌরব ফেরাতে কী করণীয় আছে? এই ভাবনার প্রারম্ভে জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই দুটি প্রসঙ্গের-তা হচ্ছে বিশ্বে আমাদের জাতিসত্ত্বার গৌরব করবার কোনও দুটি দিক সর্বাগ্রে বিবেচিত হতে পারে? আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলব-আমাদের নিখাদ দেশপ্রেম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এবং উচ্চকণ্ঠে এই উচ্চারণ করতে চাই যে- উগ্র সাম্প্রদায়িকতার এ কদর্য বিষবাষ্পকে সমূলে উৎপাটন করতে এই দুই অব্যর্থ মারণাস্ত্র' আমাদের সহায় হতে পারে।

এরপর দুয়ের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর – ২৯ অক্টোবর, ২০২১

আজাদ হিন্দ – রাষ্ট্র মৌন

প্রায় নীরবেই জাতির ঐতিহ্য ও অহংকারে আজাদ হিন্দ দিবস অতীত হয়ে গেল। দিল্লির সাংস্কৃতিক দফতর অতি গৌণভাবে রাষ্ট্রীয় স্তরে একটি অনুষ্ঠান পালন করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজাদ হিন্দ দিবস উদ্‌যাপন থেকে বিরত রইলেন। রাজ্য সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আজাদ হিন্দকে শ্রদ্ধা জানালেও রাজ্যের অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে এমনটা দেখা যায়নি। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে দিল্লির লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিবসে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন নেতাজি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এরপর যমুনা গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। প্রায় কংগ্রেসী ঐতিহ্য মেনেই বিজেপি ও তৃণমূল দল দুটি নেতাজিকে নিয়ে হিসেবী পদক্ষেপ করেছেন। রাজ্যের বামপন্থীরা বরাবরই নেতাজিকে নিয়ে সেভাবে আগ্রহী হন না। ভোটের আগে মানুষের মন পেতে অনেকেই ধুমধাম করে নেতাজির ব্যাপারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। এবছর ১২৫তম নেতাজি জয়ন্তী বর্ষে দিল্লিতে নয়, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজি জয়ন্তী পালন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন নেতাজিকে নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হন নি। আশাকরা গিয়েছিল এই সুভাষ বর্ষে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার আজাদ হিন্দ শহিদদের যথাযথ মর্যাদা দেবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক উল্টো। মহামারির এই আবহে মিটিং মিছিল এমনকি সরকারি নানা ভাষণ হলেও নেতাজির ব্যাপারে কেন্দ্র রাজ্য নিশ্চুপ। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে নানা নেতাজি অনুরাগী সংগঠন সাধ্যমতো আজাদ হিন্দ দিবস উদ্‌যাপন করলেও সরকারি ভাবে কোনও বড় অনুষ্ঠান হয়নি। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ২১ অক্টোবর নাগাল্যান্ডে হয়েছে কিন্তু সারা ভারতে আজাদ হিন্দের দেশপ্রেম ও ত্যাগোদীপ্ত দৃষ্টান্তকে তুলে ধরার চেষ্টা হলো না। হাজার হাজার আজাদী যোদ্ধাদের বুকেরতপ্ত শোণিতে ভিজে গিয়েছিল আসাম ইম্ফল কোহিমার মাটি। আজাদ হিন্দ অভিযানের তীব্র অভিঘাতেই দ্রুত দেশত্যাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ। দেশি বিদেশি ঐতিহাসিকরা এই সত্য স্বীকার করেছেন আজাদ হিন্দ সরকারের বহু ফাইল এখনও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করে নি বলে নানা সূত্রে জানা যায়। রাজ্য সরকারের কাছেও নেতাজি সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় ফাইল প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ঐতিহাসিক ড. প্রচেন গুপ্তের লেখা আজাদ হিন্দের ইতিহাস নেহেরু সরকারের আমলে গোপন রাখা হয়েছিল। নানা আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কেন্দ্র আজও প্রচেন গুপ্তের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে চান না। রহস্য এখানেই, প্রচলিত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির নেতাজিকে নিয়ে এই লুকোচুরি এত বছর বাদেও আজও চলছে। নেতাজিও আজাদ হিন্দকে নিয়ে যে মিথ্যাচার চলছে দিনের পর দিন তা দূর করার জন্য বহু নেতাজি অনুরাগী ও সংগঠন সোস্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হয়েছেন।

যশোরের জিকর গাছা, ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল অজস্র আজাদী যোদ্ধাদের। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে তারা ব্রাত্য। জালিয়ানওয়ালা বাগের থেকেও বহু গুণ আজাদি জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন এই বাংলার মাটিতে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র আজও মৌন। সরকারি প্রচার মাধ্যমে, নেতা নেত্রীদের কণ্ঠে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের নাম শুধুই 'প্রয়োজন' ভিত্তিক হয়ে পড়েছে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

যে সব জীব সূর্য, চন্দ্র এবং মর্ত্যলোকের নিয়মাধীন এই পৃথিবী ও নিম্নস্থ বহু গ্রহে বাস করে, তারা সকলে ব্রহ্মার রাত্রিকালে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়। এই সময়ে কোনও জীব বা প্রজাতি প্রকটিত থাকে না, যদিও চিন্ময়ভাবে তারা বর্তমান থাকে এই অপ্রকট অবস্থাকে অব্যক্ত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু এই দুই অব্যক্ত অবস্থার অতীত চিন্ময় পরিবেশ বা প্রকৃতি রয়েছে। এই পরিবেশ অসংখ্য চিন্ময় গ্রহলোক রয়েছে এমন কি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকগুলি যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন এই চিন্ময় গ্রহগুলি নিত্যকাল বিরাজমান থাকে। অসংখ্য ব্রহ্মার কর্তৃত্বাধীন এই মহাজাগতিক প্রকাশ ভগবানের শক্তির এক চতুর্থাংশ মাত্র। এই শক্তিকে অপরা প্রকৃতি বলে। ব্রহ্মার সৃষ্টির অতীত ভগবানের শক্তির তিন–চতুর্থাংশ শক্তিকে ত্রিপাদ বিভূতি বলা হয়। এটিই হচ্ছে উৎকৃষ্টশক্তি, অর্থাৎ পরা প্রকৃতি।

পরা প্রকৃতিতে বসবাসকারী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী পরমপুরুষ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্গীতায় (৮/২২) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, একমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় এবং জ্ঞান, যোগ বা

ফেসবুক বার্তা

এঁনারা মাতিয়ে গেলেন। আসছেন শ্যামা

স্বদেশি–বিদেশি বিনিয়োগে বাজার বাড়ছে

পার্থসারথি গুহ : ভারতীয় শেয়ার বাজারের গত দেড় বছরের ওঠানামা আর গত একমাসের ওলট–পালটের গল্পটা মোটামুটি একই হয়ে উঠেছে। নিচের সাপোর্ট এক্ষেত্রে যেমন ১৫ হাজার ঠিক তেমন ওপরের রেজিস্ট্যান্সের জায়গাটা হল গিয়ে ১৯ হাজার। অর্থাৎ এই ৪ হাজার পয়েন্ট হচ্ছে নিফটির ঘোরাফেরার বৃহত্তর পরিসর। এর এখন ওপরের দিকটাতেই রয়েছে নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও গুটি গুটি পায়ে ৬১ হাজারের ঘরে। তারও বিগত দেড় বছরে পরিধির জায়গাটা প্রায় হাজার দশেক পয়েন্ট। সুতরাং বেশ বোঝাই যাচ্ছে সূচক জোরের দৌড় কতটা। এই মুহূর্তে যেমন নিফটি নিচের সাড়ে ১৬ হাজারের গণ্ডিকে ছুঁয়ে এসে মাস খানেকের মধ্যেই সাড়ে ১৯ হাজার হয়েছে। তার মানে এই এক মাসে নিফটি এক হাজার পয়েন্ট পাড়ি জমিয়েছে। তাৎপর্যের বিষয় এটাই এই উত্থান পর্বে আবার বিদেশি লগ্নিকারীরা সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাই মূলত এই সাম্প্রতিক বুল রানের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠেছে।

২০১৭ এর ইনিংস সাজানো ছিল প্রচুর বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। আবার ২০১৮–এ নিয়ম করে রান এসেছে সিঙ্গলসের মাধ্যমে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার গত বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার অপরিবর্তিত থাকা, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আবার ২০১৯–এর ভোটের বছরে দেশে ফের স্থায়ী সরকার

আসার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় ফুলেফেঁপে উঠেছিল কেনাকাটা। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও।

আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র কোনও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা চরমে ওঠা বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে গেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে।

শব্দছক প্রেমীদের জন্য 'শব্দবাণ'

নির্জন বসু : শব্দছকপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল শব্দছকের পত্রিকা শব্দবাণ। সম্প্রতি ক্যামাক স্ট্রিটের একটি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে শব্দবাণের উদ্বোধন করেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক,প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। শব্দবাণের সম্পাদক শুভজ্যোতি রায়ের অভিনব পদক্ষেপকে স্বাগত জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর পত্রিকা থাকলেও শব্দছকের কোনও পত্রিকা সেই অর্থে ছিল না। যাদবপুরের বাসিন্দা শুভজ্যোতির প্রচেষ্টায় সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। ইতিমধ্যেই শব্দবাণ নিয়ে পত্রিকার দুনিয়ায় কৌতূহল তৈরি হয়েছে। শব্দছক নিয়ে আস্ত একটা পত্রিকা শব্দপ্রেমীদের খুশির পারদ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে দেবশঙ্কর হালদারের মত ব্যক্তিত্বরা। পত্রিকা উদ্বোধনের পর থেকে যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রীতিমত আপ্লুত শুভজ্যোতি রায়। বিগত বাইশ বছর ধরে শব্দছক যার ধ্যান, জ্ঞান। শব্দছকের উপর পত্রিকা প্রকাশের এই ভাবনা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কারণ যেখানে ডিজিটাল দুনিয়ার উপর নির্ভরতা বাড়ার কারণে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে পত্রিকার আভিজাত্য, সেখানে হাতেকলমে শব্দছক নির্ভর পত্রিকা প্রকাশ করায় কার্যত বহু মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন শুভজ্যোতি। তাঁর এই পত্রিকা শুধু যে শব্দছকপ্রেমীদের জন্য তা কিন্তু নয়। শব্দবাণ এমনি একটি পত্রিকা যা বাংলাভাষী যে কোনও মানুষকে জড়িয়ে রাখবে শব্দের জালে। তাই শব্দবাণের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী শুভজ্যোতির মত আরো অনেকেই।

নাট্যমঞ্চ দাপালেন ৮৮র যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : বয়সটাকে দমিয়ে রেখে প্রমাণ করলেন এটা শুধু সংখ্যামাত্র। সম্প্রতি চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে ৮৮ বছরের দিলীপ বসু ঠাকুর এসনা নাট্য গোষ্ঠী আয়োজিত 'অপরাহ্নের আলো' নাটকে দাপিয়ে নাটক করলেন। নিজের বয়সটাকে 'বাপি বাড়ি যা' বলে প্রাণবন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অক্ষয় চরিত্রে উল্লেখযোগ্য পাঠ ও অভিনয় উঠে আসবে মঞ্চের ক্যানভাসে। প্রেক্ষাপট বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে। আগে বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরে থাকতেন এখন দিলীপবাবুর বাড়ি চুঁচুড়া মতিবাগানে। ৭০ বছর ধরে নাটকের রঙ্গমঞ্চের জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। শুধুই নিজস্ব উদ্যোগে নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা নয়। ১৯৭৫ সালের ১ মে 'এসনা' নাট্যগোষ্ঠী তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত। সাংগঠনিক দক্ষতায় বরাবরই সবাইকে নিয়ে চলার মানুষ। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে পথ চলা শুরু। ক্রমে ক্রমে মঞ্চে তা রূপ পায়। দিলীপবাবুর কর্মস্থল ছিল হুগলি চুঁচুড়া কালেক্টর অফিস। ১৯৫৬ সালে থেকে লাগাতার নাটকের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। দিলীপবাবুর ভাই শংকর বসু ঠাকুর ৪৫টি নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা, প্রযোজনা ও নির্দেশনার জন্য নাট্য আকাদেমি থেকে লাইফ অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পান। তিনিও একজন নাট্যকার। তাদের পুরো বাড়ি নাট্য জগতের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছেন। ওনাদের বাবা উপেশচন্দ্র বসু ঠাকুর ৬০ দশকে কংগ্রেস আমলে হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। দিলীপবাবুর অভিনয় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভাবনা অভিনন্দন যোগ্য। স্রেফ নাটকের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে তিনি আলোর পথের সামিল।

জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ফাটল বালাসন সেতুর পিলারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : প্রবল বর্ষনে একটি পিলার বসে গেল শিলিগুড়ি সংলগ্ন বালাসন সেতুর। ফলে এই সেতুর ওপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যান চলাচল। এই সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘুরপথে শিলিগুড়িতে ঢুকছে দূরপাল্লার গাড়ি। নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সেতু সংস্কারে সমস্যার মধ্যে পরতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে উত্তরবঙ্গে চলছে প্রবল বর্ষণ। এরফলে জলস্তর বেড়েছে তিস্তা বালাসন মহানন্দা সহ প্রতিটি নদীতেই। এই প্রবল বর্ষনের কারণে ব্যপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বালাসন নদীর সেতুর। বুধবার সকালে লক্ষ্য করা যায় শিলিগুড়ি লাগোয়া মাটিগাড়ার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বালাসন সেতুর একটি পিলার ফাটল দেখা দিয়েছে। বসে গিয়েছে পিলারটি। এরপরেই সেই সেতুর ওপর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশের উচ্চপদস্থকর্তা সহ পূর্তদফতরের ইঞ্জিনিয়াররা। তারা সেতুর ক্ষতিগ্রস্থ অংশটি পরিদর্শন করেন। তবে যেহেতু নদীর জলস্রোত বেশি রয়েছে, সেই কারণে শুরু করা যায়নি সেতু সংস্কারের কাজ। সেতুটি সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ

থাকবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা।

এদিন সকালে এই সেতু পরিদর্শনে যান মাটিগারা–নক্সালবাড়ির বিধায়ক আনন্দ বর্মণ। তিনি সেতুর সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বলেন, বালাসন সেতুর এই ক্ষতির জন্য দায়ী রাজ্য সরকার এবং প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। রাজ্য সরকারের সংকীর্ণরাজনীতির জন্য চারলেন রাস্তা না হওয়ায় আজ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শহরবাসীকে।

এদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ বালাসন সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কার্যত বিচ্ছিন্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। ঘুরপথে নৌকাঘাট মেডিকেল কলেজ হয়ে শিলিগুড়িতে আসছে দূরদূরান্তের গাড়ি। তবে কতদিনে বালাসন সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।

পর্যটকের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনা সংক্রমণ ভুলে পর্যটক এর পাহাড় ও ডুয়ার্স এলাকায়। গতবছর করোনা মহামারীর কারণে পর্যটন ব্যবসার দারুণভাবে ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু এই বছর সুদে আসলে পর্যটন ব্যবসায়ীরা সেই অভাব পুষিয়ে নিলেন। পুজোর সময় মারাত্মক পর্যটকদের ভিড় দার্জিলিং কালিম্পং সিকিম অঞ্চলে দেখা যায়। শুধু স্থানীয় পর্যটকরা নন, গুজরাট মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ থেকেও প্রচুর পর্যটক ঘুরতে এসেছিলেন পুজোর সময় দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকার। পুজোর চার দিন রেকর্ডসংখ্যক ভিড় হয় পাহাড় এবং ডুয়ার্সে। সরকারি এবং বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী ৩০ থেকে ৩৫ হাজার পর্যটক এর সমাবেশ হয়েছিল দার্জিলিং ও ডুয়ার্সে শারদ উৎসবের সময়। যা রেকর্ডসংখ্যক বলে দাবি করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে এই বছর প্রচুর পর্যটক সমাবেশ করেন দার্জিলিং কালিম্পং সিকিম সহ ডুয়ার্স এলাকায়। তবে পর্যটকরা জানিয়েছেন যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ি না থাকবার জন্য এইবার গাড়ি ভাড়া ৩ গুণ ৪ গুণ পর্যন্ত দাবি করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : অন্যান্য বছরের মতো এবারও চন্দননগর পুস্তকাগারের ১৪৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির হলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১ অক্টোবর শুক্রবার আয়োজিত হয়। কোভিড বিধি মেনে করোনা পরিস্থিতিতে সচেতনতার জন্য অনিমা দাস স্মৃতি সারা বাংলা অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রায় একমাস ধরে ৪৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ৫০ জনকে বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন দুটি বই প্রকাশিত হয় বিকাশ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় শারদ সম্ভার কৃষ্টি ও চন্দননগর পুস্তকাগারের বই চন্দননগর লাইব্রেরির আধিকারিক ডক্টর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঐতিহ্যমণ্ডিত চন্দননগর শহরে লোকের দুয়ারে দুয়ারে বই পৌঁছে দেওয়ার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবি ঠাকুরের স্মৃতি মাখানো পদার্পণে এই ঐতিহাসিক পাঠাগার আগামী বর্ষে ১৫০তম বর্ষে পা দেবে। ২০১৯ সালে সেরা মহকুমা ও মডেল পাঠাগার হিসাবে গৃহীত হয়। এদিন সন্ধ্যায় শ্রুতিনাটক 'দুর্গতিনাশিনীর দুর্গে ফাটল করোনা ভয়ে দেবতা সকল'। পরিবেশন করেন স্বাতী দেবনাথ, রীনা ঘোষ, শাশ্বতী চ্যাটার্জী ও নূপুর চক্রবর্তী। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে শিল্পীদের পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, আবেগমথিত গলা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। এদিন অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় দায়িত্বে ছিলেন সুমন্ত পাল ও পরাশর দে সরকার। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পান, রঙিন মৎস্য গবেষক পতিত পাবন হালদার, সমাজসেবী জয়দেব মজুমদার, প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন ভাইস–চেয়ারম্যান অমিত রায়, ভবানীচরণ দাস, কো–অর্ডিনেটর শুভজিৎ সাউ, লেখক অরুণ মুখোপাধ্যায়।

সাম্প্রদায়িক সহিংসার পূর্বাপর : সমাধান কোন পথে?

প্রথম পাতার পর

এই দুই অব্যর্থ মারণাস্ত্রের এতো উপাদান আমাদের মাঝে রয়েছে যা আঁকড়ে ধরলে প্রিয় মাতৃভূমি তার আদি ও অকৃত্রিম গন্তব্যে নিশ্চিতভাবেই ফিরে যাবে। এ কোন নিছক আবেগময় উচ্চারণ নয়। আমাদের সত্যিকারের ইতিহাসের পাঠ আজ গ্রহণ করতেই হবে। সম্পদে প্রাচুর্যে টইটম্বুর বাংলা তথা ভারতবর্ষে পরধনলোভী শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বার বার, আমরা পরাধীনতার শেকলে বাধা পড়েছি। কিন্তু আমাদের চেতনায় মুক্তির যে দুর্দমনীয় নেশা প্রোথিত ছিল সেই নেশাই বিভিন্ন যুগে, সবশেষ ঔপনিবেশিক ও নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে দিশা জুগিয়েছে। প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শোষণের শেকড় চূড়ান্ত ভাবে ছিন্ন করতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে মরণপণ ভারত অভিযান চালিয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমরা একথা দ্বিধাহীন ভাবেই বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে অসংখ্য ধর্ম–বর্ণের মানুষদের যে মেলবন্ধন রচনা করে অনন্য হয়ে উঠেছিল বিশ্বে, ঠিক তারই অপূর্ব এক সংস্করণ ছিল নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ। সকল ধর্মের মানুষের সত্যিকারের সৌহার্দ্য যেখানে এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা সত্যি বিরল। সাম্প্রদায়িক বীজ বপণ করে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দুই দশক পেরিয়েও নেতাজীর সম্প্রীতির এই অনন্য মডেল আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানের জান্তাদের বিতাড়ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অভূতপূর্ব মুক্তিরসংগ্রামে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে–সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একসঙ্গে লড়েছিল এক নব্য ঔপনিবেশিক শাসকদের চরম শোষণ রুখে দিতে। রক্তক্ষয়ী সেই সংগ্রামের যে আকাঙ্খা সবকিছুকে ছাপিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে, আমরা এক অসাম্প্রদায়িক বিভেদহীন স্বদেশের জন্য লড়ছি'। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত স্বদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণ করেও উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার কথা। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাবো, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু রাখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি' যেমন বঙ্গবন্ধু মুক্তস্বদেশে পা দেওয়ার পূর্বেই জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, তেমনি বাঙালির চেতনার প্রতীক কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে প্রকৃতঅর্থে তিনি দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম্পরাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই চেতনার বিকাশ ঘটবার পূর্বেই তা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে স্বৈরশাসক এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানে সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনা বিকশিত হওয়ার নতুন যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। এরপর আমরা আরও বহু উলম্ফন দেখেছি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার। ক্রমে মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার শক্তিকেও আপোষ করতে দেখছি আমরা। ভোটের মাঠে টিকে থাকতে চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর সঙ্গে প্রকাশ্য আঁতাতের দৌড়ে কমবেশি দেশের সব রাজনৈতিক শক্তিগুলোই প্রতিযোগিতায় নেমেছে গত কয়েক দশকে। রাজনৈতিক আশ্রয়ে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো শক্তি ও সমর্থক বৃদ্ধি করেছে। ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতাই প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের ধন্য করে চলছেন। এমন বাস্তবতায় কুমিল্লার ঘটনা যখন ঘটলো তখন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের নানা মুখরোচক পুরনো কাসুন্দি বেশ অরুচিকরই লাগছে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দলগুলির উচিত প্রথমে নিজেদের সাম্প্রদায়িক শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া এবং পূর্বের সংশ্লিষ্টতার জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সেইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রণীত সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার বিধান অবিলম্বে পুনর্বহাল করা। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশের সুযোগে প্রজন্মের একটি বিরাট অংশের মাঝে যে ভুল দর্শন প্রোথিত হয়েছে তা থেকে উদ্ধারে বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বহুলচর্চার সুযোগ করে দেয়া। ধর্ম সে তো বর্মসম সহনশীল/ তাকে কি ভাই ছুইতে পারে ছুয়াছুয়ির ছোট্ট ঢিল'– নজরুলের এই অমোঘ বাণী ধারণ করে সকল ধর্মের সহনশীলতা এবং মানবিকতার শিক্ষাকে উচ্চকিত করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মীদের দুর্বৃত্তায়নের প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ না করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা মহান আদর্শ ধারণ করা তাগিদ দিতে হবে এবং আগে নেতাদের তা প্রতিপালন করে দৃষ্টান্ত গড়তে হবে। আত্মোৎসর্গের যে পরম্পরা আমাদের মহান

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জীবন দিয়ে রেখে গেছেন তা আগলে ধরাই আমরা মুক্তির দিশা হোক, সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা না করে।

হাঁড়িয়া বিক্রি করে সংসার চালায় আদিবাসী মহিলারা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত তপশিলি উপজাতি মানুষের বসবাস। অধিকাংশ পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে। এছাড়াও অধিকাংশ পরিবার পাট্টা জমি, জমিদারের জমিতে কিংবা সরকারি জায়গার উপর বসবাস করেন। এই সমস্ত আদিবাসী পরিবারের বাড়ির কর্তা পুরুষ হলেও, সংসারের দায়ভার বর্তায় মহিলাদের উপর। আর সংসারের হাল ধরতে মহিলারা নামেন ব্যবসা করতে। আদিবাসীদের আদি ব্যবসা কিংবা নেশাজাত দ্রব্য হাঁড়িয়া। যা গ্রামের চলতি ভাষায় 'পচানি' নামে খ্যাত। চালের ভাত পচিয়ে, কালমেঘের পাতা এবং বাকর বড়ি সহযোগে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকরণ দিয়ে আদিবাসী মহিলারা তৈরি করেন এই হাঁড়িয়া।সম্প্রদায়ের ৮ থেকে ৮০ উর্দ্ধ মহিলা পুরুষ এই হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনও হাঁড়িয়া খেয়ে থাকে। একদা করোনা তাণ্ডবে দেশি-বিদেশি মদের জোগানের ভাটা পড়ায় কিংবা দোকানপাট বন্ধ থাকায় একসময় মহিলারা হাঁড়িয়া ব্যবসা করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। সেই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের দুঃখ দুর্দশা জানার জন্য হাজির হয়েছিলাম প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের হানা নদীর

এই হাঁড়িয়া খাওয়ার জন্য লাইন পড়ে যেত। আদিবাসী সমাজের যে কোনও ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও হাঁড়িয়ার চল রয়েছে। হাড়িয়া খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েন তারা। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক গ্রামের আদিবাসী তীরে অবস্থিত চুনাখালি বাজারে। সেখানে অন্যান্য দোকানপাটের মতো বাজারের এক প্রান্তে রয়েছে হাঁড়িয়া ব্যবসার দোকান বা হাঁড়িয়ার হাট। ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে ঘেরা দোকানে হাজির হয়েছিলাম। বর্তমানে হাঁড়িয়া ব্যবসা করে ১০০-২০০ টাকা আয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য। প্রায় ৫০০ গ্রাম হাঁড়িয়ার দাম ৫ টাকা (এক বাটি)। চাহিদাও কম। লক্ষ্মী সরদার, যমুনা সরদার, তপতি সরদার'রা প্রতিদিনই সংসারের কাজকর্ম সেরে বিকালে হাঁড়িয়ার হাঁড়ি নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে যায়। সেখানে বিক্রিবাটা করে বাড়িতে ফিরতে রাত ৯-১০ টা বেজে যায়। যা কিছু আয় হয় তা দিন কোন রকমে সংসার চলে। এছাড়াও ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার জন্য নিজেরা ধানকাটা থেকে মাটি কাটা কাজ পর্যন্ত করেন।

তাদের দাবি, সরকার আমাদের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করলে ভালোই হতো। আদিবাসীদের জন্য কোনও প্রকল্পই নেই। এছাড়াও এই ব্যবসা থেকে সরে আসতে চান অনেকেই, কিন্তু বিকল্প কোনও কাজ না থাকায় আদি এই হাঁড়িয়া ব্যবসা চালিয়ে যেতে চান তাঁরা।

সাগরের মৎস্যজীবীদের পাশে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্যবিজ্ঞানীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : বর্তমান দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়া ও সেই সঙ্গে অসংখ্য প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে বুধবার সাগরের মনসাতলা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য সংস্থা তথা সিফ্রির বৈজ্ঞানিকদের একটি বিশেষ দল। অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাগর এলাকার মৎস্যজীবীদের যে দুর্দশা তৈরি হয়েছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা এবং তাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে ও উপার্জনের পথ দেখাতে এদিন মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন

তাঁরা। এদিন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ বি. কে. দাস তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ১০৫ জন মৎস্যজীবীর হাতে মাছের খাবার, মাছের চারা ও চুন তুলে দেন। সিফ্রি এই বছরেই সাগর এলাকার তপশিলি জাতি ভুক্ত ২৫০ জন এবং উপজাতি ভুক্ত ১০০ জন মৎস্যজীবীকে জীবন-জীবিকার উন্নতির জন্য মাছের চারা, খাবার ও চুন দিয়ে সাহায্য করবে। এ দিন সংস্থার ডিরেক্টর বি কে দাস বলেন, আগামী দিনেও সিফ্রি একইভাবে এই এলাকার মৎস্যজীবী দের পাশে থাকবে। এ দিনের অনুষ্ঠানে আগত রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, এই উদ্যোগের সাথে সব সময় তিনি থাকবেন এবং সহায়তা করবেন। এদিন এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নমামি গঙ্গে প্রকল্প বিষয়ক পরামর্শ দাতা ডঃ সন্দীপ বেহেরা সহ আরো অনেকে।

সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপে ভাঙনে তলিয়ে গেল গোটা স্কুল ঘর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর : এবার ভয়াবহ ভাঙনে তলিয়ে গেল গোটা স্কুল ঘর। পূর্ণিমার কোটালের জেরে হুগলি নদীতে জলস্ফীতিতে তলিয়ে গেল একটা গোটা স্কুল। বুধবার বিকেলে এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভার ঘোড়ামারা দ্বীপের খাসিমারা গ্রামে। নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়া স্কুলটির নাম খাসিমারা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।এই ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত ও হতবাক হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা পৌঁছন সেখানে। ভাঙন কবলিত ঘোড়ামারা দ্বীপে আমফান এবং ইয়াসের পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করেছে। খাসিমারা গ্রামে বেশ কিছু চাষজমি ও মানুষের বাসযোগ্য ঘরবাড়ি আগেই তলিয়ে গিয়েছে হুগলি নদীর গর্ভে। ভূমিক্ষয়ের জেরে নদীও ক্রমশ এগিয়ে আসছে। খাসিমারা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৭০ জন। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে গত দেড় বছর ধরে স্কুল বন্ধ ছিল। গত কয়েক মাসে স্কুলের পাশের জমি ক্রমশ নদীতে তলিয়ে যেতে শুরু করে। বুধবার লক্ষ্মীপুজোর দিন

বিকালে পূর্ণিমার কোটালের জেরে হুগলি নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয়। আর জোয়ারের জলস্ফীতির সময় স্কুল ঘরটি তলিয়ে যায় এই নদীগর্ভে। আর এ খবর জানার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা এসে ভিড় জমান নদীর ধারে। ব্লক প্রশাসন ও সেচ দফতরের প্রতিনিধিরাও ঘটনাস্থলে চলে আসেন। তবে বুধবার রাত পর্যন্ত ওই এলাকায় বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা জানিয়েছেন, খাসিমারা এলাকায় কোনও ভাবেই ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে ইয়াসের পর থেকে বাঁধ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু এলাকার মতই স্কুলটি ও শেষে তলিয়ে গেল। রক্ষা করতে পারলাম না। তবে ওই এলাকাতেই একটি উঁচু জায়গা দেখে নতুন স্কুল তৈরি করে দেওয়ার ভাবনা চিন্তা চলছে। দেখা যাক কী করা যায়। তবে ক্রমাগত এই ভাঙনে ভীত, শঙ্কিত এলাকার মানুষ জন।

নেতাজি চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে নেতাজির জীবন সম্পর্কিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অনিন্দ্য রায়ের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প জগতের প্রভাত কেজরিওয়াল, আশাতীত হালদার প্রমুখ।

প্রশাসনের আত্মসমর্পণ

প্রথম পাতার পর

আজও নেতা-নেত্রীরা সেই ট্র্যাডিশন সমানে বজায় রেখে চলেছেন। আজও শহরের বহু জায়গায় রাস্তা দখল বা শব্দের উৎপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় মার খেতে হয় প্রতিবাদীদের।

আসল প্রশ্নটা হল নেতা-নেত্রীদের এইসব আইন ভাঙার বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকাটা কী? প্রশাসন কী কঠোর হাতে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৈরি। উত্তর হল, না। এরপর যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হল প্রশাসনের এই আত্মসমর্পণ কেন? রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে প্রশাসন যদি বিকিয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? সত্তর দশকে কিন্তু আলিপুর থানা সেদিনের ঘটনায় বিধায়কের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের করা এফআইআর গ্রহণ করেছিল। এমনকি আক্রান্ত বার্তা সম্পাদককে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রকৃত মেডিক্যাল রিপোর্ট পর্যন্ত করিয়েছিল। আজকের প্রশাসন সেই সামান্য কর্তব্যবোধটুকুও হারিয়ে বসে আছে। ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা সামান্য এফআইআরটুকু নিতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে। এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকেই দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগাতে নেমে পড়েছেন আজকের নেতা নেত্রীরা। এলাকায় এলাকায় এখন আর প্রশাসনের কর্তৃত্ব চলে না, চলে রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের শাসন। প্রজাতন্ত্র এ রাজ্যে রূপ নিয়েছে রাজতন্ত্রের। ফিরে এসেছে সেই জমিদার-জোতদারদের সামন্ততান্ত্রিক বাতাবরণ। যেখানে অনৈতিক কাজের প্রতিবাদটুকু করতেও বুক কাঁপে, এই বুঝি দাদা দিদির চেলারা এসে হুমকি দিয়ে যায়।

করোনাকালের দ্বিতীয় শারদ উৎসব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসনের দুর্বলতা। আদালত যখন মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শক ঢোকা নিষিদ্ধ করে প্রশাসন তখন রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড খাটিয়ে, নৈশ কারফিউ শিথিল করে দর্শক সমাগমে উৎসাহ দেয়। প্যাণ্ডেলের উচ্চতা যখন ৪০ ফুট নির্দিষ্ট হয় তখন সেসব কাগজে কলমে রেখে চুপ করে থাকে নিয়ম লঙ্ঘিত বড় প্যান্ডেল দেখেও। এমনকি স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করার মতো সাহস দেখাতে পারে না প্রশাসন। দুর্গাপুজো কেটে গিয়েছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত নিয়ম লঙ্ঘনকারীর শাস্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা গেল না প্রশাসনকে। আইএসএস-আইপিএস তকমাধারী বড় কর্তারা সব শামুকের খোলসে ঢুকে বসে রয়েছেন সমালোচনার ঝড় থামার অপেক্ষায়।

দুর্ভাগ্য গণতন্ত্রের, এমন শিরদাঁড়াহীন প্রশাসনকে নিয়েই দিনযাপন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাদের করের অর্থতেই পোষা হচ্ছে রাজনৈতিক সরকারি মদতদাতাদের। কবে এই গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অবসান হবে তার উত্তর জানা নেই। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে সাধারণ মানুষের অধিকার ও চাহিদার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। এইজন্যেই তো আজও ভারতবর্ষে বহাল তবিয়তে রাজ করছে ব্রিটিশ আমলের পুলিশ আইন।

কলকাতা হাইকোর্ট পেল নতুন প্রধান বিচারপতি

কল্লোল গুহঠাকুরতা : কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন মাননীয় প্রকাশ শ্রীবাস্তব। গত ১১ অক্টোবর, সোমবার বেলা ১১টার সময়ে নতুন প্রধান বিচারপতি শপথ বাক্য পাঠ করান পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। কলকাতা হাইকোর্টের ১ নং কোর্ট রুমে আয়োজিত এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অন্যান্য মান্যগণ্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভার আরো দুজন সদস্য ফিরাদ হাকিম এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা থাকলেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত আসেননি।

বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের জন্ম হয় ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ এবং ১৯৮৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হন এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেও প্র্যাকটিশ শুরু করেন এবং কর (ট্যাক্স) দেওয়ানী (সিভিল) এবং সাংবিধানিক অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত মামলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এরপর ২০০৮ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন। অতঃপর, ২০২১ সালের ১১ অক্টোবর তিনি আমাদের এই কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। এনাকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এখন মোট বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬, যেখানে থাকার কথা ৭২ জন বিচারপতির। অর্থাৎ, এখন এই মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টে ৩৬ জন বিচারপতির পদ শূন্য আছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ অক্টোবর থেকে ভারত জুড়ে ক্লিন ইন্ডিয়া ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযানের অংশ হিসেবে আজ দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাট হকার্স কর্নারের সামনে

থেকে এই ড্রাইভ চালানো হয়। ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও খেল দপ্তর এবং নেহেরু যুব কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এই স্বচ্ছতা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। প্রকৃতির ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই এদিন সমস্ত ভলেন্টিয়ার্সদের সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট মন্দির চত্বরে সাফাই কাজ চালানো হয়। উল্লেখ্য সারা ভারত জুড়ে ৭৫ লক্ষ বর্জ্য প্লাস্টিক সরানোর কাজ করা হবে। এই ড্রাইভ মাধ্যমে এদিন প্রায় ২২ ব্যাগ বর্জ্য সাফাই করা হয় বলেন দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী।

অন্যদিকে এই উপলক্ষে এদিন কালীঘাট মিলন সংঘে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। সেখানে বিশিষ্টজনেদের সংবর্ধিত করা হয় এবং নৃত্য পরিবেশন করা হয়। কলকাতায় যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হযেছে তা প্রশংসনীয় বলে জানান নেহেরু যুব কেন্দ্র (দিল্লি) উপ অধিকর্তা বীরেন্দ্র বোকেন ডেপুটি ডাইরেক্টর নেহেরু যুব কেন্দ্র দিল্লি তিনি বলেন কলকাতায় খুব ভালো কাজ হচ্ছে এরকম কাজ হলে লক্ষ্য মাত্রার বেশি আমরা করব এই আশা রাখি আমরা।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : হলদিয়া থেকে তারাপীঠগামী চারচাকা গাড়ি মিনিস্টিলে ৬০ নং জাতীয় সড়কে সোমবার সকালে ডাম্পারকে ধাক্কা মারার পর ধানক্ষেতে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে মারা যায় সমীর সামন্ত ও গাড়ি চালক মতিবুল দিন । জখম তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী সমীরের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ব্যবত্তরহাটে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝিরুল গ্রামে সোমবার সকালে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মাথা ফাটল তৃণমূলকর্মী শেখ ইউনুসের। গত ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাবুইজোড় গ্রামে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পটকা ফাটানো নিয়ে দুপক্ষের বোমাবাজিতে জখম হয় তপন চৌধুরী। ১৮ অক্টোবর বিকালে বর্ধমান বেসরকারি হাসপাতালে মারা যায় তপন। লালমোহন গড়াই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গণধর্ষণ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাগল চরানোর সময় টিকরবেতা এলাকার ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে অজয় নদের পাড়ে গণধর্ষণ করে মোবাইলে ভিডিও করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয় পুজোর সময়। বাপন বাদ্যকর, নীলু হাজরা, অক্ষয় ধীবর,হাবল বাদ্যকরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৬ অক্টোবর বোলপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বেপরোয়া মনোভাব থেকে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজোর সময় ঠাকুর দেখা, সিঁদুর খেলা থেকে প্রতিমা ভাসান পর্যন্ত মানুষজনের বেপরোয়া মনোভাবের জন্যই কী উর্ধ্বমুখী বীরভূম জেলার করোনা সংক্রমণ ? – এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে জেলাবাসীর মনে। পুজোর সময় অধিকাংশ মানুষজনের মুখে দেখা মেলেনি মাস্কের। মানা হয় নি দূরত্ববিধিও। ১৮ অক্টোবর রাজ্য সরকারের বুলেটিন অনুযায়ী নানুরে ৩,মহম্মদবাজারে ১২, সিউড়ি ১, সাঁইথিয়ায় ৪ এবং বোলপুরে ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। একাদশীর দিন দুবরাজপুর পাহাড়েশ্বর শ্মশানকালী বিসর্জনে উপচে পড়ে জনতার ভিড় কোভিডবিধি না মানার অভিযোগ উঠেছে। পথেঘাটে এমনকি বাসে ট্রেনে মানুষজনের মুখে মাস্কের দেখা মিলছে খুব কম।

দুর্যোগে-দুর্ভোগে

প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সীমান্ত আইনের অজুহাতে গ্রামের ভিতরে ঢুকে অত্যাচার করে বিএসএফ। মহিলাদের উপরও চড়াও হয় তারা। অন্যদিকে বিএসএফের দাবি, সীমান্তের গ্রামবাসীরা ভয়ঙ্কর। এরা চোরাচালান ও অনুপ্রবেশে যুক্ত। বেড়াহীন প্রাকৃতিক সীমান্ত রেখাকে কাজে লাগিয়ে এরা অবৈধভাবে রোজগারে লিপ্ত। বাধা দিতে গেলে মেয়েরা শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে রক্ষীদের ফাঁসিয়ে দেয়। তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়। এই বিতর্কের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আনা সংশোধনী প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে এতদিন ধরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধীনে থাকা সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হবে। অর্থাৎ এবার থেকে সীমান্ত রেখা থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি করতে পারবে বিএসএফ। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে অপরাধের বিস্তৃতি আর ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তার তল্লাশির এলাকা বাড়ানো প্রয়োজন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও সেনাসূত্রে এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন মিলেছে। এ প্রসঙ্গে বনগাঁর এসডিপিও বলেন, এটা কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে পারি না। আমরা শুধু সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দেব।

এবার বাংলাদেশ সীমান্ত ফের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ওপারের সাম্প্রদায়িক হামলাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে হামলা সংগঠিত হচ্ছে তা সীমান্তে তরঙ্গায়িত হবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে সরকারি মহলে। অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা যদি সীমান্ত পেরিয়ে আসে আশ্রয়ের আশায় তাহলে বিএসএফ মহলে তৎপরতা বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি জঙ্গিরা যদি এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তাও হয়ে উঠবে মাথাব্যাথার কারণ। সব মিলিয়ে উত্তর ২৪ পরগনায় এবার দীপাবলী উৎসব কতটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সেটাই এখন দেখার।

ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: স্থানীয় যুবকবৃন্দ ও পুলিশের সহায়তায় ৬ বছর ধরে নিখোঁজ থাকা ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধা অবশেষে ঘরে ফিরলেন গত শুক্রবার। ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানা এলাকার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় যুবকরা বুধবার এক বৃদ্ধাকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির করতে দেখেন। ওই দিন স্থানীয় একটি দোকানের সামনে রাত কাটান বৃদ্ধা। পরেরদিন বৃহস্পতিবার স্থানীয় যুবকরা আমরা সবাই সমিতিতে নিয়ে এসে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় বৃদ্ধার নাম দৌপ্রদী বালা প্রামানিক (৬৫), বাড়ি বাঁকুড়ার তালডাংরা এলাকায়। ক্লাবের ছেলেরা কাল বিলম্ব না করে ইন্টারনেট থেকে বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার ফোন নম্বর জোগাড় করে তালডাংরা থানায় এ ব্যাপারে কথা বলে সেখান থেকে বৃদ্ধার পরিবারের খোঁজ পায়। এ ছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরাকেও ব্যাপারটি জানানো হয়।ওনার মেয়েকে ও খবর দেওয়া হয় থানার পক্ষ থেকে। শুক্রবার সকালে মেয়ে উমা মন্ডল ও নাতনি অনামিকা এসে মাকে বাড়ি নিয়ে যায়।

জানা যায়, গত বিশ বছর ধরে তাঁর মা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁরা বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থানার বিরাটি সরদার পাড়া এলাকায় থাকে। তাঁর বাবা মদন প্রামানিক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রয়াত হন। গত ২০১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর মা দ্রৌপদী নিখোঁজ হয়ে যায় নিমতা থেকে। পরিবারের কাছে বৃদ্ধা ফিরে যাওয়ায় খুশি জয়নগরের যুবকবৃন্দ এবং দ্রৌপদীর পরিবার।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই

প্রথম পাতার পর

কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ও উপ মুখ্য প্রশাসক জরাজীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বিপজ্জনক বাড়িতে ভরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে আবাসিকদের কাছে অন্তত একটিবার আইনমাফিক ওই বাড়ি গুলি থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ বা আলোচনা করেছেন কী? তাদের কী সমস্যা আছে, তার সমাধানের দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন কী? ভোটের বেলায় সজাগ সচেতন রাজনীতিবিদের মতো তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবো আর সেই তৃণমুল কংগ্রেসের মন্ত্রীরা বিধায়করা বিপজ্জনক বা।রি দুয়ারে দুয়ারে এসে আবাসিকদের অনুরোধ করবে। আর আবাসিকরা সে বিষয়ে কর্ণপাত করবে না। তাহলে আবাসিকরা কীসের তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগামী ! তাহলে এদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনার কোনও অর্থ হয় না। তৃণমুল কংগ্রেসকে জিতিয়ে আনবো অথচ সেই তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের একান্ত অনুরোধকে অমান্য করবো ! মুল কলকাতার ১১ জন বিধায়ক ১১ জনই তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক-বিধায়িকা। এ রাজ্যে পাহাড়-পর্বত থেকে সমুদ্র তৃণমূল কংগ্রেসের এতো আধিপত্য বিস্তারের এটাই কী নমুনা? আর ভাড়াটিয়ারা একবার বাড়ি ছাড়লে, সেই বাড়িতে ওই ভাড়াটিয়াদের বসবাসের ঘর পাওয়ার নিশ্চয়তা তো পদস্থ পুরকর্তাদের দিতে হবে। তবেই তো সব কিছু জেনেশুনে মনে একটা সাহস পেয়ে আবাসিক বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়ারা বাড়ি ছাড়বে। শরিকি মামলার জট মিটবে। মালিক তো জানেই ২০১৫-র বিল্ডিং অ্যাক্ট অনুযায়ী, পুরনো বাড়ি ভেঙে পুনর্নির্মাণের জন্য ২৫.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া ছাড়াও মূল জমির ১০০ শতাংশ বাড়তি এফ এ আর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) মিলবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, পুরকর্তারা বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙতে এবার আদালতে যাচ্ছে বাড়ি ভাঙায় আইনি বাধার সমস্যা মুক্ত করতে। অপেক্ষায় থাকতে হবে এবার কী হয়।

আজাদ হিন্দ দিবসে

আজাদ হিন্দ ফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত ২১ অক্টোবর ভারতসভা হলে আজদ হিন্দ সরকারের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন সম্ভাব্য

রাজনৈতিক শক্তি আজাদ হিন্দ ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করল। এক ঝাঁক তরুণ মুখের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠানে নেতাজি সত্য উদ্ধারের ব্যাপারে একাধিক বক্তা বক্তব্য রাখেন। নেতাজির মত ও পথকে আদর্শ করে বর্তমান দেশের অর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে আগামী দিন তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানান ফ্রন্টের সভাপতি দীপায়ণ পাল। সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ মজুমদার, বিশিষ্ট শিক্ষক দেবাশিস পাল প্রমুখ বক্তা আজাদ হিন্দ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ফ্রন্টের বিভিন্ন কর্মকর্তা শ্রদ্ধা পাল, নীলাদ্রিশেখর ভুঁইয়া, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, অনিশ কোলে প্রমুখ আজাদ হিন্দের জাতীয় সঙ্গীত উদাত্ত কণ্ঠে গান এবং একটা স্বদেশি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু দর্শক উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ড. জয়ন্ত চৌধুরী নেতাজি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানান।

লেন্স বার্তা

মাস্কের কোনও বালাই নেই, ডিজে বাজিয়ে নৃত্যের তালে তালে দেবী দুর্গার বিসর্জনের শোভাযাত্রা। মহেশতলার এক আবাসনে।

বিমুখ : কলকাতার হেস্টিংসের সংলগ্ন হুগলি নদীর দইঘাটে নদীর জল হোসপাইপ দিয়ে প্রতিমার ওপর ঢেলে পরিবেশবান্ধব দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা ১৫ অক্টোবর কলকাতায় মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম উদ্বোধন করেন। তবে সে দিকে কলকাতার কোনও পূজা কমিটি মুখ ফেরায়। তবে আয়োজন ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য।

উমা মা কৈলাশের পথে। আর তাঁর সঙ্গে আগত ঢাকিরা বাড়ি ফেরার পথে।

আভাস : উমা মায়ের মণ্ডপ সজ্জায় 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে। ছবি : অরুণ লোধ

কুমারী রূপে দুর্গার আহ্বান। কুমারী পুজোয় সামিল কলকাতার এক বনেদি বাড়িতে।

জান বাজারের রানী রাসমনির বাড়ির দুর্গা প্রতিমা।

করোনাসুর কুপোকাৎ, দুঃখ ভুলতে লন্ডনে দুর্গাপুজো

দেবাশিস রায় : গতবার সরকারি অনুমতি ছিল না। কিন্তু, এবার করোনাসুর বেশ খানিকটা কুপোকাৎ হতেই উৎসবপ্রিয় বাঙালি আড়েমাড়া ভাঙতে শুরু করেছে। তো' সেটা বঙ্গদেশ হোক আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য; সর্বত্রই যেন একসুরে গাওয়া গান বেজে চলে। মোদ্দা কথাটি হল, বিশ্বজুড়ে যেখানেই বাঙালি সেখানেই বঙ্গ সংস্কৃতির মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করার একটা অদম্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আর এই মেলবন্ধনের একটা বিরাট সুযোগ মেলে দুর্গাপুজোয়। সেই একইরকম দৃশ্য ধরা পড়ে ইউনাইটেড কিংডম (ইউকে) বা যুক্তরাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে। ইউরোপ মহাদেশের এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ উঠলেই সবার আগে মনে পড়ে যায় লন্ডন শহরের নাম। অর্ধ শতাধিক বছর যাব লন্ডন সহ ইউকে'র বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের হাত ধরে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শারদ উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই উৎসবের ব্যাপ্তি যেমন বেড়েছে তেমন জৌলুসও ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এবছর করোনা আবহের মধ্যেও লন্ডন তথা ইউকে জুড়ে কম-বেশি ৩৫টি জায়গায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। জমজমাট এই উৎসবে প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয়দের পাশাপাশি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষ শামিল হয়েছিলেন। এককথায়, হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশের মাটিতে এ যেন বাঙালির সেতুবন্ধনের প্রাণের উৎসব।

গতবছর বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ কোভিড-১৯ বা করোনার আক্রমণ শুরু হয়েছিল। অতিমারীর এক ঝটকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে নেমে এসেছে ভয়ংকর আর্থিক বিপর্যয়। ফলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এসবের পাশাপাশি করোনার মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে দীর্ঘ লকডাউন সহ বিভিন্ন প্রকার জমায়েত ও উৎসব পালন নিষিদ্ধ ছিল। ফলে, দেশ-বিদেশের বহু জায়গার অসংখ্য মানুষকে উৎসবের আনন্দ থেকে কার্যত বঞ্চিত হতে হয়েছে। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রায় দু'বছর হতে চললেও এখনও তার খেল খতম হয়নি। তবে, বিশ্বজুড়ে এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কোটি কোটি মানুষ স্বাস্থ্যবিধি পালন সহ ভ্যাকসিন অস্ত্র হাতে নেমে পড়ায় করোনাসুর এবছর বেশ খানিকটা কুপোকাৎ এবং পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। ফলে দেশ-বিদেশে সরকারিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায় মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরছে। এদিকে এই সুযোগেই এবার বিভিন্ন উৎসব উদযাপনের তোড়জোড় শুরু হতেই চারিদিকে যেন খুশির ঝলক।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পানুহাট এলাকার বাসিন্দা রিপন দেবনাথ এই প্রথমবার ইউকে তথা লন্ডনের দুর্গাপুজো দেখলেন। তরুণ উদ্যোগপতি রিপন সৃজনশীল পণ্য সহ বাংলার হস্তশিল্প সামগ্রীর কারবারের সঙ্গে যুক্ত। সেই ব্যবসায়িক কাজে গিয়েই এবার তিনি লন্ডনের বিভিন্ন দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ঘুরে ঘুরে বিদেশের মাটিতে শারদ উৎসবের আনন্দ উপভোগ করলেন। গতবারের করোনা কষ্ট ভুলতে আর বকেয়া আনন্দ উপভোগ করতে এবার জমজমাট দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিল লন্ডন শারদ উৎসব, দশেরা অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিস্টল দুর্গাপূজা ইউনাইটেড কিংডম, প্রবাসী দুর্গাপূজা ইন হন্সল ও লন্ডন, সনাতন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, পালমারস গ্রিন ইউ কে, পঞ্চমুখী দুর্গাপূজা ইউনাইটেড কিংডম প্রমুখ। নজরকাড়া প্রতিমা ও সাজসজ্জার পাশাপাশি পূজাপাঠ, অঞ্জলি প্রদান, আরতি, প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, রকমারি খাদ্যদ্রব্যে অতিথি আপ্যায়ণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দশমীতে ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা। বিলেতের মাটিতে প্রাণের উৎসবের পরতে পরতে যেন বঙ্গসংস্কৃতির ছোঁয়া।

লন্ডনের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ থেকে হিমের পরশ মেখে আর শারদোৎসবের মুঠো মুঠো আনন্দ নিয়ে গভীররাতে ঘরে ফিরে রিপন দেবনাথ ভোরবেলায় (ভারতীয় সময়) আলিপুর বার্তার এই প্রতিনিধিকে মোবাইল ফোনে জানালেন ইউ কে তথা লন্ডনের দুর্গাপুজো দেখার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, এই প্রথমবার ইউ কে'র দুর্গাপুজো দেখলাম। আরও দেখলাম শারদোৎসব উপলক্ষে উদ্যোক্তারা বিদেশের মাটিতেও কী আন্তরিকতার সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। এখানে মণ্ডপে মণ্ডপে চোখজুড়ানো প্রতিমা, আরতি, পুজো পাঠ, নৈবেদ্য, প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, ঢাকের তালে সমবেত ধুনুচি নাচ এসব দেখে প্রতিক্ষণে বঙ্গসংস্কৃতির কথা মনে পড়ছিল। তবে, বেশ কিছু জায়গায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বঙ্গসংস্কৃতিকেও মিশে যেতে দেখেছি। আর এই দুয়ের মিশেলে এখানকার শারদোৎসব যেন আরও বর্ণময় ও প্রাণবন্ত মনে হল। এখানেই তো প্রাণের উৎসব উদযাপনের সার্থকতা।

ছবি: ইউকে তথা লন্ডনের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ, দুর্গা প্রতিমা। একটি পুজো মণ্ডপে রিপন দেবনাথ সহ দর্শনার্থীরা।

রামরাজাতলা শংকর মঠে দুর্গাপুজো

অশোককুমার সেন : হাওড়া থেকে সাউথ-ইস্টার্ন রেলের রামরাজাতলা স্টেশনের ঠিক পাশেই সাড়ে ১৬ বিঘা জমির উপর একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশংকরানন্দ মহারাজ। সেই থেকে এই মঠটি শংকর মঠ বলে পরিচিত। শোনা যায় শ্রীশংকরানন্দ যখন এই রামরাজাতলায় আসেন, তখন তিনি গাছতলায় বসবাস করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা কঠোর পরিশ্রমে খুবই ছোট পরিসরের মধ্যে এই মঠের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে মঠ বিস্তার লাভ করে, মঠের মধ্যে মন্দির, খেলার মাঠ, পুকুর সবই আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখানে বসে সময় কাটান। বর্তমান মঠের মহারাজবৃন্দ ছাত্র-স্বামীজিদের বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দীর্ঘ পরম্পরা মেনে মন্দিরের মধ্যে এবারও আয়োজন করা হয় দুর্গা পুজোর। পুজোর জন্য কারোর কাছে চাঁদা সংগ্রহ করতে যাওয়া হয় না। স্বেচ্ছায় যারা মঠের পরিচিত এবং মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দের ভিক্ষার পয়সায় সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় সন্ধ্যারতি ও প্রসাদ বিতরণী। চতুর্থীর দিন আয়োজিত হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বস্ত্রদান করা সপ্তমীর দিন। কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয় নবমীর দিন বেলা ১২টায়। দশমীর দিন বিকাল ৪টায় প্রতিমা ভাসানের মাধ্যমে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে দুঃস্থদের বস্ত্রদান

মলয় সুর, বাঁশবেড়িয়া : দেবীপক্ষের সূচনার ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে পুজোর কাপড় তুলে দিলেন বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ। বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কো-অর্ডিনেটর তাপস মুখার্জী, প্রাক্তন জাতীয় ভলিবল প্লেয়ার চপল শেঠ, বিশ্বনাথ মজুমদার, ডক্টর সুব্রত ঘোষ, পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ মৃণাল বসু ও বিধায়ক তপন মজুমদার। দূর দূরান্ত থেকে আসা বস্ত্রপ্রাপকদের অনেকেরই জামা কাপড় তো দূর অস্ত, দু'বেলা ঠিকমতো খাবারও জোটে না। ওইদিন ডাকের সাজে সজ্জিত আশ্রমের দুর্গা পুজোর ১৮তম বর্ষের প্রতিমা উন্মোচন করলেন স্বামীজী। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় কুমারী পুজো, হোম যজ্ঞাদি সহ নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গা আরাধনা অনুষ্ঠিত হয় মহা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। পুজো উপলক্ষে প্রতিদিন সমাগত ভক্তদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে আশ্রম প্রাঙ্গণে। প্রতিদিন অবারিত মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করা হয় উপস্থিত ভক্তদের। ভক্তদের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময়ে হাসি আনন্দে ভরে ওঠে আশ্রম। স্বামীজী সহ পুজো কর্মকর্তাদের অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধ করে ভক্তদের। পুজো প্রাঙ্গণে ছিল হস্তশিল্পের স্টলও।

পুজো মানেই সকেলর। পুজোর জন্যে অপেক্ষায় থাকে সর্বস্তরের মানুষরা। জগৎজননীর পুজোয় রাস্তায় দেখা মিলল নারী শক্তিদের। 'ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা'।

ভিড়ে ঠাসা পুজোর কলকাতাকে সচল করে নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখার সুযোগ যারা করে দিয়েছেন সেইসব সৈনিকরা। কুর্ণিশ কলকাতা পুলিশ। ছবি : অভিজিৎ কর

শারদ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১১টি অঞ্চলে শারদ সম্মান প্রদান করা হল। সেই সঙ্গে পুজো কমিটিগুলোকে এক হাজার টাকা আর্থিক অনুদানও দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন পুজো কমিটির পুজো পরিক্রমা করেন। অষ্টমীর দিন বুচান ব্যানার্জী উপস্থিত থেকে শারদ সম্মান ও এক হাজার টাকা অনুদান তুলে দেন। বুচান ব্যানার্জী বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় এই উদ্যোগ।

পুজো কমিটির উদ্যোক্তারাও অত্যন্ত খুশি। পারিজাত সংঘের সম্পাদক তপন হালদার বলেন সহকারী সভাপতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তাছাড়া পুজো চলাকালীন যে সম্মান পেলাম তাতে আমরা খুশি।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে বহু বছর পরে আবার ফিরল বেনারসের সানাইয়ের সুর।

হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তগত পূর্ব নস্করপুর জানাপাড়া রাধাগোবিন্দ যুবক সমিতির প্রতিমা।

হাওড়া জগৎ বল্লভপুর থানার অন্তগত নস্করপুর (মালপাড়া চালকল ধার) নবোদয় সংঘের প্রতিমা।

হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তগত নস্করপুর নওয়াপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা। ১১৪ বছরের পুজো।

হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তগত দক্ষিণ নস্করপুর মহাকাল কমিটির প্রতিমা। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com